যুগান্তর

0 9 FEB 2015

ছাত্রী লাঞ্ছনা

শেকৃবিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন

শেকৃবি প্রতিনিধি

রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) বখাটে চার ছাত্রের বিরুদ্ধে এক ছাত্রীকে লাঞ্ছনার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি করেছেন ছাত্রীর সহপাঠীরা। ক্ষমতাসীনদের ছায়াতলে থেকে বেড়ে উঠা বখাটে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন ওই ছাত্রী ও তার সহপাঠীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থীদের সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিচু তলায় সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো এক পিঠা উৎসবের আয়োজন করে। উৎসব চলাকালীন অন্যান্য শিক্ষার্থীর সঙ্গে ওই ছাত্রীও অংশ নেন। এ সময় অভিযুক্ত আবদুল্লাহ আল মামুন, মাহফুজ রহমান, তারিক আহমেদ ও আফ্রাজ উদ্দীন ছাত্রীকে একপাশে ডেকে নিয়ে অশ্লীল ভাষায় গালমন্দ করে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়। এতে ছাত্রীটি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। একপর্যায়ে ওই ছাত্রীর কান্না শুনে সেখানে উপস্থিত তার সহপাঠীরা এসে তাকে উদ্ধার করে। সহপাঠীরা ওই ছাত্রীকে হলে নিয়ে গেলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এ সময় অভিযুক্তরা ছাত্রীর সহপাঠীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্তদের সবাই ৭৩ ব্যাচের শিক্ষার্থী। পরে ওই ছাত্রীকে রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে তাকে হাসপাতাল থেকে হলে নিয়ে আসা হয়।

শনিবার দুপুরে প্রক্টরের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করে শাস্তি দাবি করেন ওই ছাত্রী ও প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ পেয়ে প্রক্টর উভয়পক্ষকে নিয়ে বিষয়টি সমঝোতা করার চেষ্টা করেন। এ সময় সেখানেও উপস্থিত হয়ে ছাত্রীদের নানাভাবে হুমকি দিয়ে দেখে নেয়ার চ্যালেঞ্জ করে অভিযুক্তরা। এ ঘটনার দুদিন পার হয়ে গেলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোনো শাস্তির ব্যবস্থা না নেয়ায় ওই ছাত্রী ও তার সহপাঠীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলে জানা গেছে। রোববার শিক্ষার্থীরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে আন্দোলন করার হুমকি দিলে প্রক্টর বিষয়টি শৃংখলা বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

চার শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত করে প্রক্টর মিজানুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, বিষয়টি সমঝোতা না হওয়ায় শৃংখলা বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী সময় রোববার বিকালে র‍্যাগিংয়ের শিকার ছাত্রী বলেন, আমি শাস্তির আবেদন তুলে নেয়নি। অভিযুক্তদের মধ্যে মাহফুজের বিরুদ্ধে এর আগেও ৭৪ ব্যাচের আরও কয়েক ছাত্রীকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে মাহফুজুর রহমানের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে সে সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে সংযোগ কেটে দেয়। এরপর তার মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়। আবদুল্লাহ আল মামুনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার মুঠোফোনও বন্ধ পাওয়া যায়।